

## আমাদের আত্মপ্রতারণা

Zim Tanvir

April 11, 2011

20 MIN READ

## [১]

এটা প্রায়ই খুব গর্ব করে দাবি করা হয়, একুশ শতকে মানুষ অনেক এগিয়ে গেছে, অনেক উন্নত হয়েছে, তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে “এগিয়ে যাওয়া” কিংবা “উন্নতি” – এই শব্দগুলোর অর্থ খুব একটা পরিষ্কার না, এই শব্দগুলো খুবই বিমূর্ত অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন, বিবর্তনবাদের চোখ দিয়ে দেখলে সাদারা কালোদের থেকে উন্নত, কারণ সাদারা নাকি কালোদের থেকে বেশি বিবর্তিত! এই থিওরিটি বিক্রি করে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপিয়ান জাতিগুলো সাম্রাজ্যবাদের যা ধারা সূচনা করেছিল তার লাগাম আজ আমেরিকার হাতে। মারামারি করে যে বা যারা টিকে থাকতে পারে তারাই সেরা- এটাই এই থিওরির সোজাসাপটা কথা। এই থিওরি এখন না চললেও ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন মতবাদে কিন্তু একই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ রয়ে গেছে, শুধু নাম হয়েছে “war on terror”।

বর্তমান সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিকেও অনেক বড় উন্নতি হিসেবে দেখা হয়। আমাদেরকে বইতে বোঝানো হয়েছে যে উন্নত দেশ হল আমেরিকা, ব্রিটেন- কারণ হিসেবে বুঝেছি সেখানকার লোকজন হরদম এসির বাতাস খায়, গাড়িতে আর প্লেনে চলে, উচু বিল্ডিং এ থাকে- তবে এসির বাতাসে যতই অপকর্ম হোক, সেটা উন্নতির সংজ্ঞাকে বাধাগ্রস্ত করছে না।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা উন্নত বলতে বুঝিয়ে থাকেন পশ্চিমা দেশগুলোকে কারণ সেসব দেশে আছে “গণতন্ত্র”, “ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ”, “liberalism”, “ফ্রিডম”, “বাকস্বাধীনতা”, “জেন্ডার ইকুয়ালিটি”, এসব থাকা সত্ত্বেও হয়ত সে দেশটি চরম ভাবে অনাচার আর পাপাচারে লিপ্ত। আমার এক বন্ধুকিছুদিন আগে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিল।

Name the country that-

- 1) recruits huge people in army who was born from sperm bank.
- 2) is affected by unemployment problem.
- 3) contains lowest number of 15+ virgins.
- 4) earns about 55% revenue from Porn industry.
- 5) has the highest number of Divorce & lowest number of Family (in percentage).

উত্তরটা আমেরিকা ওরফে ইউনাইটেড স্টেট অফ জাহেলিয়া। অজ্ঞাত কারণে আতেল বুদ্ধিজীবীরা এ ব্যাপারগুলোকে এড়িয়ে যান যদিও তারা জানেন, এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মানুষ, তার চিন্তাচেতনা এবং কাজকর্ম সমাজেরই প্রোডাক্ট। ব্রিটেনের ধর্মনিরপেক্ষ উদারপন্থী সমাজে দিনে হাজারখানেক ধর্ষণ হয়, পারিবারিক বন্ধন সেইসব দেশে হুমকির মুখে, আমেরিকার মত জায়গায় প্রচুর বেকার আর এডিক্টেড ছেলেমেয়ে; চারিত্রিক অধপতন তো আছেই। সেখানে ফ্রিডম অফ স্পিচ এর ভাল প্র্যাকটিস হয় “ফ্রিডম অফ ইনসাল্টে”, জাতিসংঘে যখন রেসিজমের বিরুদ্ধে কনফারেন্স করে তখন ইসরায়েলের অপকর্মের কথাগুলো ড্রাফট রেজুলেশন থেকেই বাদ দিতে হয় সে উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোরই চাপে। এদেশের আতেল বুদ্ধিজীবীরা এসব খুব ভাল করে জানলেও তারপরও তারা গৎবাধা বুলি আওড়াতেই থাকে, সম্ভবত ওই দেশগুলো থেকে ডিগ্রি আনার সময়কার পরিষ্কার রাস্তাঘাট, চকচকে টাইলসের টয়লেট আর তকতকে হাসপাতালের স্মৃতি তারা ভুলতে পারেন না, শুধু

ভুলে যান তাদের ব্যর্থতাগুলো তাদের ঋটিপূর্ণ মতাদর্শেরই ফলাফল। এরা হল তারা যারা গ্রামের মোড়লের হেনাদেরকে দোররা মারার কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে কলাম লিখতে থাকে কিন্তু যখন বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে তার এয়ারক্রাফট নিয়ে “দোররা” মারতে থাকে তখন তারা সেখানে জঙ্গিবাদ খুজতে থাকেন।

সমস্যা তাই থেকেই যায়, কোন দেশকে আমরা উন্নত বলব? জাপানের মানুষদের অনেক উন্নত মনে হত, পরে একসময় শুনলাম তাদের মধ্যে নাকি আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি, তখন মনে হল, যে জীবনব্যবস্থা জীবনের প্রতিই বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে সে জীবন উন্নত হয় কেমন করে?

## [২]

আমাদের সমাজটা ২০১১ সালেও অজ্ঞানতা আর মুখামীর যুগে বসে আছে, এ অজ্ঞানতা আর মুখামীর গুহা মানবদের যুগ(যদি থেকে থাকে) থেকে উচু দালানে এসির বাতাস হয়ে আসছে। পুনম পান্ডেরা কোন কিছু চিন্তা ভাবনা না করে সস্তা জনপ্রিয়তা আর টাকার লোভে কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে আর আমরা তাকে নিয়ে নাচতে থাকি। আমাদের সমাজে পরকীয়ায় জন্য নিজ সন্তান আর পরিবারকে বাদ দিয়ে কখনও স্বামী, কখনও বা স্ত্রী ছুটে যাচ্ছে আরেকজনের কাছে, আনিসুল হকও শিথিয়ে দিচ্ছে “এ এক অপ্রতিরোধ্য ভালবাসা”। কোন একটা ছেলের যখন কোন মেয়েকে ভাল লাগছে তখন সে আগপাশ না ভেবে সেই মেয়েকে একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ভেবে ছুটে যাচ্ছে, মেয়েটাকে না পেলে হয়ত ১৪ ফেব্রুয়ারি নিজের গায়ে আগুন দিচ্ছে, কিংবা মেয়েটিকেই মেরে ফেলছে। তবে হিন্দি সিরিয়াল আর সিনেমার প্রেমকাহিনী পরিবারের সবাই বসে উপভোগ করবে, নিজেদের জীবনে ঘটলে পরে তাদের মাথায় দুশ্চিন্তার উদ্বেক হয়, চিন্তার উদ্বেক হয় না।

যে মানুষটার টাকা দরকার সে ঘুষ খেয়ে হোক বা লাশ নয় টুকরা করে হোক সে তার টাকা আদায় করেই ছাড়ছে-চিন্তা করছে না কাজটা করা কি ঠিক নাকি ভুল। শেয়ার বাজারে একটা মানুষ যে গতিতে টাকা পয়সা বিনিয়োগ করবে তার থেকে বেশি গতিতে সে টাকা পয়সা হারানোর পর তার হুশ ফিরবে, তারপর চোখের সামনে যা পড়বে সে তখন তা ভাঙ্গাভাঙ্গি করবে। এদেশের লোকজন সবচেয়ে বেশি প্রতারণার শিকার রাজনীতিবিদদের হাতে, তবু ৫ বছর পরপর তারা ঠিকই ভোট দিচ্ছে আর ভাবছে, “বাহ! গণতান্ত্রিক অধিকার পালন করলাম!”। মাস খানেক পর যাকে সে ভোট দিয়েছে তাকে আবার গালাগাল দিতে একটুও দেরি করছে না! সে ভোট দেবে, গালিও দেবে, যেটা সে করবে না তা হল কাজটা করার আগে একটুখানি চিন্তা।

বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার আচরণও এর ভিন্ন রকম কিছু নয়, যখন কোন দেশে তাদের স্বার্থ ব্যাঘাত ঘটে তখনই তারা সে দেশে আল-কায়েদা বসিয়ে দেয় আর বলে “আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর”। বিশ্বের বোকা জনগণকে দেখানো হয়, আমেরিকা যাচ্ছে সে অঞ্চলের লোকজনকে স্বাধীন করতে। তবে লোকজন এখন ব্যাপারটা বোঝে যে এটা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে।

## [৩]

আমাদের ‘ধ্বজ’ মিডিয়াগুলো অনেক কাজের! তারা খবর ছাপে, টকশো আয়োজন করে কিন্তু সেই পুরানো প্যাচালগুলোই পাড়তে থাকে। আমরা কেউ কি খেয়াল করে দেখেছি যে আমরা একটি লুপে আটকা পড়ে গিয়েছি?? আমরা নির্দিষ্ট কিছু ধারণার বাহিরে যেতে পারছি না? আমরা সে গণতন্ত্রের কথা বলছি অনেক বছর ধরে, আমরা সেই সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ে বেড়াচ্ছি, সরকার পতন করছি, নতুন সরকার আসছে কিন্তু অবস্থার কোন সত্যিকার পরিবর্তন কি আসলে হয়েছে? আমাদের আসলে কি প্রয়োজন সেটা কি ভেবে দেখেছি নাকি যা মাথায় আসছে তাই করছি?

## [৪]

সমস্যার কারণ হল আমাদের corrupted mindset. আমরা আজ সবকিছু বিচার করি কিন্তু ভুল পাল্লাতে। সমস্যা আজ সমস্যা নয়, সমস্যা হল আমাদের চিন্তাপদ্ধতি। আজ আমরা আমাদের ভাল মন্দকে সত্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে থাকি। যা আমাদের পছন্দ নয় তা সত্য হলেও অস্বীকার করি, যা আমাদের পছন্দ তা সত্য না হলেও সেটা বিশ্বাস করতে ভালবাসি।

আমরা উপাসনা করি আমাদের প্রবৃত্তির। আমরা যখনই কোন কাজ করছি প্রথমেই চিন্তা করছি আমাদের স্বার্থের কথা, কাজটির সত্যতা বা সঠিকতার কথা নয়। আমরা বারবার যে ভুলটা করছি তা হল, আমাদের সত্যের উপরে স্থান দিচ্ছি আমাদের কামনা-বাসনার।

আমরা বারবার মৌলিক একটা আলোচনা বারবার এড়িয়ে যাচ্ছি, আমরা যা কিছু বিচার করি তার সবটাই আমাদের ভাল-লাগা বা ভাল না-লাগার বা মেনে নিতে পারা-না পারার ভিত্তিতে কিংবা সমাজ থেকে শিখিয়ে দেয়া কিছু ধারণার ভিত্তিতে, সত্যের ভিত্তিতে নয়। আমাদের কি ভেবে দেখা দরকার নয় আমরা কি সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছি এবং সবকিছুকে সঠিকভাবে বুঝতে পারছি কিনা?

আমরা কি subjective ভাবে চিন্তা করি নাকি objectively? ইসলামে ফ্রি মিক্সিং নেই বলে ইসলামকে ব্যাকডেটেড বলছি? ইসলামে চোরের শাস্তি হাত কাটা, উন্নত বিশ্বে জরিমানা- বলে ইসলাম নিষ্ঠুর? ইসলাম পারিবারিক বন্ধনকে খুব গুরুত্বের সাথে এবং ইসলামে ব্যাভিচারের শাস্তি দোররা মারা- এজন্য ইসলাম বর্বর? আমরা পশ্চিমাদের মত লিভ টুগেদারে বিশ্বাস করি না বলে তারা এগিয়ে আছে আর আমরা পিছিয়ে আছি? আমাদের মেয়েরা পশ্চিমাদের মত খোলামেলা কাপড় না পরে শরীর ঢেকে চলে বলে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত, আর তারা স্মার্ট? liberated? ইসলামে কর্পোরেট পতিতাদের স্থান নেই বলে নারী 'স্বাধীনতা'র ভারি অভাব? ইসলামে মদ খাওয়া যায় না তাই ইসলামে সহনশীলতার অভাব? ইসলামে হোমোসেক্সুয়ালিটি নেই, উন্নত বিশ্বে আছে- এই জন্যে ইসলামে দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ?

ইসলামে গণতন্ত্র নেই বলে ইসলামের শাসন ব্যবস্থা ক্রটিপূর্ণ? ইসলামে ফ্রি-মার্কেট ইকোনমি নেই বলে ইসলাম একুশ শতকে যায় না? “যা-ইচ্ছে-তাই” করার স্বাধীনতা নেই বলে ইসলাম বর্জন করে সেকুলার হতে হবে? একুশ শতক মানেই ব্রিটিশ-আমেরিকান-ফরাসী নীতি আর ইসলাম মানেই সেকুলে?

\* \* \*

আমার প্রিয় একজন লেখক এভাবে লিখেছেন,

- Would we consider the development of China wrong because it was not entirely built upon the free market model, even though it's on course to become the largest economy on the planet within 30 years?
- Would it be wrong for Indian companies to offer free medical alternatives to its poor because Capitalism abhors state intervention in the economy?
- Would we consider state handouts to the poor wrong because Capitalism advocates leaving the wellbeing of citizens to the market?
- Would we consider caliphate has failed just because it was not built upon the secular democratic model though it successfully ruled thousands of people with justice?

\* \* \*

আমরা মানতে পারছি না বলেই ইসলামে “বাড়াবাড়ি” আছে? আমাদের ঠিক “পছন্দ” হচ্ছে না বলে ইসলামে কি যেন নাই? আমাদের ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক বলে ইসলামকে বাদ দিয়ে ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে prioritize করতে হবে? পশ্চিমাদের

জীবনাদর্শ এবং এবং তাদের দালাল বুদ্ধিজীবীদের কেচ্ছা-কাহিনীর সাথে ইসলামের মিল নেই বলে আজ ইসলামকে বাদ দিয়ে পশ্চিমাদের থেকে সব কিছু নিলে আমরা স্মার্ট হয়ে যাব?

আজকে আমরা যখন ইসলামকে দেখি তখন কিছু নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে ইসলামকে মেপে দেখি, যখন দেখি তার সেকুলার মূল্যবোধ যেমন personal freedom, human rights, democracy ইত্যাদির সাথে ইসলাম যায় না, তখনই ইসলামকে লেবেল লাগিয়ে দিই “ব্যাকডেটেড”। হতে পারে আমাদের মাপকাঠিতেই ভুল আছে, কিন্তু এই মৌলিক আলোচনায় না গিয়েই আমরা “ফতোয়া” দিতে দেরি করি না। প্রচলিত সেকুলার সমাধানগুলোর সাথে ইসলামের সমাধানগুলোর মিল নেই বলেই ইসলামের কার্যকারিতা হারিয়ে গেছে- মিডিয়াগুলো কি আমাদেরকে এটাই শেখাচ্ছে না? ইসলামকে কি আমরা স্বার্থ, সেকুলারিজম আর ফ্রিডমের লেন্স দিয়ে দেখছি না?

## [৫]

উন্নতি এবং সভ্য জাতির আলোচনায় ফিরে আসি। একটা মানুষ বা জাতি আসলে কখন উন্নত হবে? উন্নতির মাপকাঠি টাকাপয়সা বা প্রযুক্তিগত বিদ্যা নয়, কিংবা নিজেদের মত করে সংজ্ঞায়িত করা কিছু নৈতিকতার ভিত্তিতে নয়, কিংবা পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা, মতাদর্শ বা মতবাদকে আদর্শ ধরেও নয়। সে মানুষ বা জাতিই প্রকৃত উন্নত যে সত্যকে চিহ্নিত করেছে, গ্রহণ করেছে এবং সত্য ধারণাকে তার বিশ্বাস, জীবনব্যবস্থা এবং কাজকর্মের ভিত্তি হিসেবে নিরঙ্কুশ চিন্তে গ্রহণ করেছে।

কি সে সত্য যা একটা মানুষ বা জাতির জীবনকে অর্থপূর্ণ করতে পারে? আমরা যদি আমাদের দিকেই দেখি তাহলে দেখব প্রত্যেকটা মানুষের কাজ-কর্ম নির্ধারিত হয় তার জীবনদর্শনের উপর। অর্থাৎ একটা মানুষ তার জীবনকে কিভাবে দেখে, “সে কিভাবে এসেছে”, “সে কোথা থেকে এসেছে” “এবং কেন এসেছে”, এই প্রশ্নগুলোর ভিত্তিতে তার উপর মানুষের জীবনযাত্রার হেরফের করে।

যেমন একটা মুসলিম ছেলে একটা মেয়েকে দেখলে তার দৃষ্টি নত করবে যদিও বা মেয়েটি ভয়ংকর সুন্দর হয়! typical সেকুলার লিবারেল সোসাইটির প্রোডাক্ট যে ছেলে সে একটা সুন্দর মেয়েকে দেখলে বন্ধুদের দেখিয়ে বলবে, “দেখ দেখ চিকস দেখ”। আরও খারাপ কিছু করতে উৎসাহ দেয় এরকম আদর্শও পৃথিবীতে আছে। খ্রিস্টান একটা ছেলে বাইবেল খুলে হয়ত সমাধানই পাবে না যে একটা মেয়েকে একটা খ্রিস্টান ছেলের কিভাবে দেখা উচিত।

জীবনদর্শনের ভিন্নতা যখন মানুষের জীবনব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয় তখন কি মানুষের স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত একটি চিন্তা বা প্রশ্ন আসার কথা নয় যে কোন জীবনদর্শনটি আসলে সত্য?

## [৬]

মানুষকে পশু থেকে যে ব্যাপারটি স্বকীয় করে সেটা হল চিন্তা, লেজ নয়। পশু চিন্তা করে না, মানুষ করে। এটা ছাড়া আর বাকি সব কিছুতেই অনেক মিল, বেচে থাকার জন্য যে প্রয়োজনীয় জাগতিক জ্ঞান সেটা মানুষের যেমন আছে সেটি পশুরও আছে। আমাদের বাসার সামনে গত অনেকদিন ধরে অনেকগুলো কুকুর নিজেদের মাঝে খুব পাকায়। তারা খায়, ঘুমায়, দৌড়ায় আর মারামারি করে। আমার প্রবল সন্দেহ এই মারামারির পেছনে দুইটা কারণ – একটা হল কোন বিরোধপূর্ণ টেরিটরির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন সংক্রান্ত, আরেকটি নারী ঘটিত।

আমরা মানুষরা যদি চিন্তা না করি তাহলে আমরা এই কুকুরের মতই। কুরআনে আল্লাহ তা’আলা অনেকবার বলেছেন সবকিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে।

“তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন

যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।” [৩০:৮]

“তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?” [৪৭:২৪]

এবং নিষেধ করেছেন বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ না করতে, নিষেধ করেছেন ট্রেডিশনের সাথে গা ভাসিয়ে না দিতে,

“আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা’আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও।” [২:১৭০]

এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করতে,

“আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর ঐটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?” [৪৫:২৩]

আমাদের কথাই কি বলা হচ্ছে না?

## [৭]

শুধুমাত্র “আমাদের ভাল লাগে না” এই যুক্তিতে আমরা কোন কিছুকে ত্যাগ করতে পারি না। আমরা এজন্যও কোন কিছুকে আকড়েও ধরে রাখতে পারি না এই যুক্তিতে যে এটা আমাদের “করতে ভাল লাগে” বা এটা আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের জানতে হবে কোনটা আসলেই সত্য। সত্যকে অস্বীকার করার মধ্যে স্মার্টনেসটা কোথায়? সত্য না জেনে অন্ধকারে বসে থাকাটা কিভাবে ভাল হতে পারে?

তাই কোন ধারণা বা আদর্শ বা বিশ্বাসকে যখনই আমরা “judge” করতে যাব তখনই আমাদের মাথা থেকে পুরোন সব ধ্যান ধারণা ঝেড়ে ফেলে তারপর judge করা দরকার। আমাদের বিচার করতে হবে একটা আইডিয়া কতটুকু সত্য, আইডিয়াটি আমাদের স্বার্থ উদ্ধার করছে কিনা সেটা আলোচনার বিষয় নয়, আইডিয়াটি প্রচলিত ধারণা বা ঐতিহ্যের সাথে সাথে সাংঘর্ষিক কি না সেটাও ভাবার বিষয় নয়, কেননা আমাদের প্রচলিত ধারণাগুলোও ভুল হতে পারে। আমাদের দেখতে হবে, আইডিয়াটির বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি (intellectual foundation) কতটুকু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাই আমরা যখন ইসলাম বা অন্য কোন কিছুকে গ্রহণ করব প্রথমেই দেখতে হবে সেটি সত্য ধারণা থেকে এসেছে কিনা।

ইসলামকে বিচার করতে হলে তাই প্রথমেই যে আলোচনাটি আসবে তা হল সৃষ্টিকর্তা আসলেই আছেন কিনা, ইসলামে ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে বা অথবা গণতন্ত্র আছে কিনা বা ইসলাম নারীদেরকে পশ্চিমাদের মত করে দেখে কিনা- সেই আলোচনা নয়। বরং সৃষ্টিকর্তা আছে কি নেই এর জন্য এমন একটি উত্তর প্রয়োজন যা মানুষের যুক্তি-চেতনার (rational thinking and human reasoning) সাথে মানানসই, এটা ভিন্ন জীবনাদর্শ বা সংস্কৃতির সাথে মানানসই হওয়া কিংবা আবেগপ্রবণ মনকে স্যাটিসফাই করা জরুরি নয়।

ট্রেডিশনাল নাস্তিকরা বলে থাকে, ইউনিভার্সের কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, কারণ তার শুরুই নেই এবং শেষও নেই। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন খুব সোজা সাপ্টা ভাষায়, স্টিফেন হকিং এর মত পেচান নি।

“Universe is just there and that’s it”।

কথাটা নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। আমরা যখন আমাদের চারপাশ দেখি এবং ভাবি তাহলে আমরা দেখব আমাদের এই বিশ্বজগতে কোন কিছুই এমনি এমনি হয় না, সব কিছুর পিছনে একটা কারণ আছে, দর্শনের ভাষায় বলে “কার্যকরণ সূত্র” বা “law of causality”। যেমন-এই লেখাটা আপনি হয়ত পিসিতে বসে পড়ছেন, এই পিসিটা এমনি এমনিই হাজির হয়নি, সেটা কেউ তৈরি করেছে এবং এটা চালাতে ইলেকট্রিসিটি লাগে। ইলেকট্রিসিটি এমনি এমনি পাওয়া যায় না, তাকে টারবাইন ঘুরিয়ে উৎপাদন করতে হয়। টারবাইন বেচারাকেও কষ্ট করে কোন মেকানিক্যাল ফোর্স দিয়ে ঘুরাতে হয়। সে ফোর্স আবার এমনি এমনি আসবে না, সেটা আসবে তেল-গ্যাস জ্বালিয়ে ...

এটা একটা চেইনের মত, প্রত্যেকটি ঘটনা (effect) এর পিছনে একটি কারণ (cause) থাকে। ট্রেডিশনাল নাস্তিকরা এটা অস্বীকার করে না, তারাও স্বীকার করে সবকিছুর পেছনে কারণ থাকে। কিন্তু তাদের যে দাবিটি ত্রুটিপূর্ণ তা হল, কারণ(cause) এবং ঘটনা(effect) এর এই চেইনটির পেছনের দিকে যেতে থাকলে তার কোন শেষ নেই অর্থাৎ অসীম, এই চেইনের কোন শুরু বা শেষ নেই।

আসলে কি এটা সম্ভব?

আমাদের চারপাশে যা দেখি সবকিছুরই শুরু আছে, অনাদি থেকেই exist করে বসে আছে এমন কিছুই আমাদের নেই, কারণ প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল। তাই ইউনিভার্সের শুরু নেই ধারণাটি আমাদের কার্যকরণ সূত্রকে লঙ্ঘন করে।

আমরা আরও যদি দেখি তাহলে দেখব যা কারণ এবং ঘটনার যে চেইনকে নাস্তিকরা অসীম বলছে তা কি আদৌ সম্ভব? ধরি, একটি অসীম(infinite) সংখ্যক সৈন্যের একটি লাইন। নিয়মটা এমন, যে প্রত্যেক সৈন্য তার ডান পাশের সৈন্যের নির্দেশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত গুলি করবে না, পাশের সৈন্যটিও তার ডান পাশের সৈন্যের নির্দেশ পেলে গুলি করবে না, পাশেরটিও তার পাশের সৈন্যের অপেক্ষায় বসে আছে ... এভাবে এই অপেক্ষা চলে যাবে অসীম পর্যন্ত ... ..

প্রশ্ন হল, কোন সৈন্যের কাছে কি আদৌ গুলির নির্দেশ পৌঁছবে?

পৌঁছবে না, কারণ এটি অসীমে চলে যাবে, তাই ঘটনাটিই ঘটবে না।

ঠিক একইভাবে আমাদের ইউনিভার্সের ক্ষেত্রেও। সব কিছুর পেছনে একটি কারণ আছে, সে কারণের পেছনে আরেকটি কারণ আছে, তার পেছনে আরেকটি কারণ ... এভাবে অনেকদূর চলে যেতে পারে কিন্তু অসীমে যেতে পারবে না, কারণ অসীমে চলে গেলে এই চেইনের শুরুই পাওয়া যাবে না, বর্তমান ঘটনাগুলো ঘটবে না, বা ঘটতে লাগবে অসীম সময়, অসীম সময়ের পরের ঘটনা ঘটে না? বাস্তবজগতে অসীম বলে কিছু নেই, এটি একটি সুপ্ত(potential) ধারণা, বাস্তব (actual) ধারণা নয়।

তাই ইউনিভার্সের একটি শুরু আছে, শুরু না থাকলে এই কারণ-ঘটনা-কারণ এই চেইনের অস্তিত্বে আসাই সম্ভব নয়, ইমাম গাজ্জালি পুরো ব্যাপারটা হলো লিখেছেন অনেকটা এই ভাবে,

১। কোন কিছু যখন অস্তিত্বে আসতে শুরু করে তার পেছনে একটি কারণ থাকে, এমনি এমনি কিছু হয় না। (whatever begins to exist has a cause)

২। ইউনিভার্সের শুরু আছে। (universe began to exist)

৩। তাই ইউনিভার্সের পেছনে কারণ আছে। (so, universe has a cause)

আমরা যেহেতু আগে প্রমাণ করেছি কারণ এবং ঘটনার সম্পর্কের যে চেইন তার একটি শুরু আছে, যেহেতু তার শুরু আছে, তাই শুরুতে যা আছে তার পেছনে কিছু নেই, অর্থাৎ এমন একটি কারণ থাকতেই হবে যার পেছনে আর কোন কারণ নেই, ধরি

সে কারণটি হল X, এর পেছনে কোন কারণ নেই (uncaused cause)।

যেহেতু ইউনিভার্সের পেছনে কারণ আছেই, তাই এই 'X' ইউনিভার্স নয়। এই প্রথম কারণটি এমন কিছু যা অবশ্যি তাই ইউনিভার্সের মতও নয় (ইউনিভার্সের মত হলে তার কারণ থাকবে), এই কারণটির (X) পেছনে কোন কারণ নেই তাই সেটি স্বনির্ভর এবং তার কোন শুরু নেই এবং যেহেতু সেটি সবসময় অস্তিত্বে ছিল (ever-existing) তাই অন্যসব কিছুই সেটি থেকে এসেছে এবং তাই সেটিই হল সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

কুরআনে আল্লাহ পাক নিজের পরিচয় প্রকাশ করেছেন এইভাবে,

“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক,

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী,

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি

এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।”

[১১২]

আল্লাহ আরও বলেছেন,

তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?

না তারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।

[৫২:৩৫]

খুব সহজ-সরল যুক্তি, নাস্তিকদের 'নবী' রিচার্ড ডকিন্সের মত জটিল নয়! ইউনিভার্স নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না, এমনি এমনিও আসতে পারে না, সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সেক্ষেত্রে আর কিভাবে ইউনিভার্স আসতে পারে??

### কুরআনঃ

রাসূল(সাঃ) এর কাছে যখন কুরআন নাযিল হল তখন তিনি এ কথা বললেন না যে, “তোমাদের কুরআন মেনে চলতে হবে কারণ এই আমি বলছি কুরআন মানতে হবে”, যেমনটি আমেরিকা করে থাকে! তিনি বললেন, কুরআন কে মানতে হবে কারণ কুরআন হচ্ছে সত্য।

“সুতরাং তুমি যদি সে বস্তু সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না” [১০:৯৪]

এই কথাটা কুরআনে আরও অনেকবার বলা হয়েছে। এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এ কথা বললেই তো তা সত্য হয়ে যাবে না, তা প্রমাণ করার দায়ভারও কিন্তু কুরআনের উপরে বর্তায়। এ বিষয়টি কুরআনে এড়ানো হয় নি।

"এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" [২:২৩]

"যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক।" [৫২:৩৪]

আল্লাহ এখানে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন কুরআনের মত করে অন্তত একটি সূরা লিখে নিয়ে আসতে। কুরআনের মত মানে হল কুরআনের মত কোন একটি "সাহিত্যকর্ম" তৈরি করে আনতে।

কুরআন নিয়ে বছরের পর বছর অনেক বিশ্লেষণ হয়েছে। কুরআনের এই চ্যালেঞ্জটি আমাদের বোঝা প্রয়োজন। সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন রকম শ্রেণীবিভাগ থাকে। যেমন আরবীতে এটা দুই প্রকার-কবিতা এবং গদ্য। কবিতার মধ্যে আছে ১৬ রকম প্যাটার্ন। আর গদ্য আছে ২ প্রকার।

কুরআন এমন একটি সাহিত্যকর্ম যা কবিতা বা গদ্য কোন ক্যাটাগরিতেই পড়ে না, অর্থাৎ আরবী সাহিত্যের এই ১৬+২=১৮টি ক্যাটাগরির বাহিরে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ক্যাটাগরি, ১৯নম্বরে গিয়ে পড়ছে। আল্লাহ বলছেন, যদি এই কুরআন আল্লাহ না লিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কোন মানুষ লিখেছে। বাকি ১৮ রকম ক্যাটাগরি যদি মানুষের হয়ে থাকে সেগুলো মানুষ যেমন লিখতে বা সৃষ্টি করতে পারে তেমনি কুরআন যদি মানুষের হয়ে থাকে তাহলে সেটিকেও অনুকরণ করা যাবে, তাই তিনি কুরআনের মত করে অর্থাৎ কুরআনের সাহিত্য বিন্যাস(literary genre/form) নকল করে কিছু লিখে এনে প্রমাণ করতে বললেন যে এটি কোন মানুষের লেখা গ্রন্থ।

এ চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে আরবী ভাষায় আছে ২৮টি বর্ণ এবং কিছু ব্যাকরণগত নিয়ম-কানুন, এগুলো স্বাধীন, সবার কাছে উন্মুক্ত। কুরআন এগুলো দিয়েই লেখা হয়েছে, কাজেই অন্য সাহিত্যকর্মের ধরণ যেমন অনুকরণযোগ্য, ঠিক তেমনি কুরআনও সেগুলোর মতই অনুকরণযোগ্য হবে, কারণ যদিও বা কুরআনের সাহিত্যরীতি বা বিন্যাসটি ভিন্ন তা আরবীতেই লেখা হয়েছে।

কিন্তু যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, এই কুরআন লেখা মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতার বাহিরে অর্থাৎ এটি কোন মানুষের লেখা নয়। যেহেতু ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই, মানুষও লেখে নি, কাজেই একমাত্র বৈধ যে অপশনটি থেকে যাচ্ছে তা হল এটি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এসেছে।

তাই আল্লাহ বলে দিয়েছেন,

"আর যদি তা না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোষখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" [২:২৪]

১৪০০ বছরে কুরআনের এই চ্যালেঞ্জটি কেউ সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে পারেনি, যা দ্ব্যর্থহীন ভাবে নির্দেশ করে কুরআন কোন মানুষের রচনা নয়!

সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কুরআনে আল্লাহ বলছেন,

"বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালামদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে।" [১৮ঃ২৯]

## [৮]

"আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" [৫১:৫৬]

ইসলাম হল সত্য- এটা একবার প্রমাণ হওয়ার পর ইসলামকে আর অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই, কেউ ঔদ্ধত্যবশত করতে পারেন,



“তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।

এবং বলত, আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব।

না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন।” [৩৭:৩৫-৩৭]

সেক্ষেত্রে আল্লাহ বলে দিয়েছেন,

“যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবী কত মন্দ।” [৪৫:২১]

সত্য জানার পরেও যদি আমরা যদি স্বার্থে আঘাত হানবে বলে, ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে, ভাল লাগছে না বলে সেটা গ্রহণ না করে অন্ধকারের মাঝে সফলতার চিত্র আকার ভান করি সেটা কি আমাদের নিজেদের সাথে প্রতারণা করা হয় না?